গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
নগর উন্নয়ন-২ শাখা
www.lgd.gov.bd

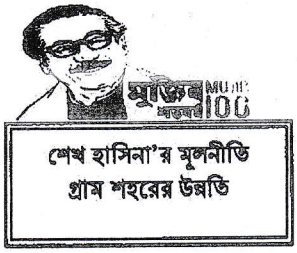


**বিষয়: সারাদেশে মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে সিটি কর্পোরেশন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, দপ্তর/ সংস্থার কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য অনুষ্ঠিত ২০২২ সালের ১ম আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী।**

| | | |
|---|---|---|
| সভাপতি | : | জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি<br>মাননীয় মন্ত্রী<br>স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় |
| সভার স্থান | : | স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মেলন কক্ষ |
| তারিখ ও সময় | : | ০৩ মার্চ ২০২২, সকাল ১১.০০ টা |
| উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা | : | **পরিশিষ্ট- 'ক'** |

**সভার আলোচনা:**

১.১ স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান এবং মাননীয় সভাপতির অনুমতিক্রমে সভা শুরু করেন। তিনি বলেন, সারাদেশে মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে সিটি কর্পোরেশন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, দপ্তর/ সংস্থার কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য আজকের এ সভার আয়োজন করা হয়েছে। ২০১৯ সালে যখন ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল তখন মাননীয় মন্ত্রী সকলকে সাথে নিয়ে, নিয়মিত সভা করে এবং নিয়মিত মাঠ পরিদর্শনের মাধ্যমে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সফলতা অর্জন করেন। পরবর্তীতে ২০২০ এবং ২০২১ সালে একই ধারা অনুসরণ করে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব নিরসনকল্পে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়। তিনি আরোও বলেন, মার্চ এর পর থেকে সারাদেশে ডেঙ্গু, চিকনগুনিয়া, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি মশাবাহিত রোগ বৃদ্ধির আশংকা বিদ্যমান এবং এই বিষয়ে যেসকল পূর্বপ্রস্তুতি নেয়া যেতে পারে সেটিই মূলত আজকের সভার আলোচ্য বিষয়। তিনি সভায় সূচনা বক্তব্য প্রদান করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী ও সভার সভাপতিকে অনুরোধ জানান।

১.২ মাননীয় মন্ত্রী সভায় উপস্থিত ঢাকা দক্ষিণ, ঢাকা উত্তর, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক), সরকারের সিনিয়র সচিব/সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও সাংবাদিকবৃন্দকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, সাধারনত: বর্ষাকালে এডিস মশার উপদ্রব বৃদ্ধির কারণে মশাবাহিত রোগের ব্যাপক প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় এবং এই অবস্থা থেকে উত্তোরণের জন্য ২০১৯ সাল থেকে এ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে সিটি কর্পোরেশন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, দপ্তর/ সংস্থার সহযোগীতায় অগ্রিম পদক্ষেপ নেয়া হয়। তিনি আরোও বলেন, মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে সিটি কর্পোরেশনসমূহের আন্তরিক ও কার্যকরী ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সিটি কর্পোরেশনসমূহ হতে মশক নিধনের জন্য একটি পরিকল্পিত ব্যবস্থা নিতে হবে। সেক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনসমূহ একদিকে যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখবে অন্যদিকে মশক নিধনের জন্য ব্যবহৃত কার্যকর কীটনাশকের পর্যাপ্ত মজুদ নিশ্চিত করবে এবং নিয়মিত ফগিং, লার্ভিসাইড ও এডাল্টিসাইড স্প্রে করতে হবে। মাননীয় মন্ত্রী বলেন, মশক নিধনের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে জনসচেতনতা তৈরি করা। এক্ষেত্রে এডিস মশার ধরন, প্রজনন ও এর ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়া সম্পর্কে নিয়মিত লিফলেট বিতরণ এবং মসজিদের ইমাম সাহেবদের মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করতে হবে। মশক বাহিত রোগ প্রতিরোধে ২০১৯ সাল থেকে স্থানীয় সরকার বিভাগের পক্ষ হতে জনসচেতনতামূলক TVC প্রচার অব্যাহত রয়েছে। তিনি এডিস মশাবাহিত ডেঙ্গু রোগের বিস্তার সম্পর্কিত সমসাময়িক দেশগুলোর চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সমসাময়িক দেশ যেমন থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশগুলোর তুলনায় আমাদের দেশে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে ও মশকের বংশবিস্তার রোধে সিটি কর্পোরেশনসমূহের আগাম প্রস্তুতি, তাদের সমন্বিত কার্যক্রম এবং নিরলস চেষ্টায় অনেকাংশে ডেঙ্গু প্রতিরোধ

সম্ভব হয়েছে। ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাধীন খালসমূহ ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন বরাবর হস্তান্তরের পর সিটি কর্পোরেশনদ্বয় খালসমূহের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাকরণ, সংস্কার এবং অবৈধ দখল উচ্ছেদে নিরলসভাবে কাজ করছে এবং সাভল্য দেখিয়েছে। ফলে জলাবদ্ধতা নিরসনের পাশাপাশি মশকের প্রাদুর্ভাবও হ্রাস পেয়েছে। এজন্য তিনি সভায় উপস্থিত মাননীয় মেয়রগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, মার্চের পর থেকে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব কিছুটা বৃদ্ধি পাবে, তাই এসময় ডেঙ্গু নিধনে সিটি কর্পোরেশনসমূহকে আরোও বেশি সচেতন হয়ে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে। এছাড়া বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর আওতাধীন এলাকাসমূহ যেখানে এডিস মশার প্রাদুর্ভাব বেশি সেখানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মশক নিয়ন্ত্রণে স্ব স্ব উদ্যোগে তাদের দায়িত্ব পালন করবে অথবা সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে তাদের কার্যক্রম নির্ধারণ করবে। তিনি প্রতিটি ওয়ার্ডকে ১০ (দশটি) সাবজোনে বিভক্ত করে সকল শ্রেণি-পেশার জনগণকে সম্পৃক্ত করে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কমিশনারের নেতৃত্বে কমিটি গঠন এবং তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, এ সকল কমিটি শুধু মশকবাহিত রোগ প্রতিরোধে নয় পাশাপাশি ওয়ার্ডের অন্যান্য জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধানেও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

১.৩ স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন) এ সংক্রান্ত পূর্ববর্তী আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা সমূহের সিদ্ধান্ত উপস্থাপনা করেন।

১.৪ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম, ডেঙ্গু নিধনে আগাম প্রস্তুতি গ্রহণে মার্চ মাসের শুরুতে মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে সভা আহবান করার এবং উক্ত সভায় অন্যান্য মন্ত্রণালয়, দপ্তর, সংস্থা কে আমন্ত্রণ করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, মশক নিধনে পর্যাপ্ত কীটনাশকের মজুদ রয়েছে। উত্তর সিটি কর্পোরেশনের যেসকল স্থানে এডিস মশার প্রাদুর্ভাব বেশি সেসকল স্থানে মশকের উৎসস্থল ধ্বংস এবং মশক নিধনে সমন্বিত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও ওয়ার্ড ভিত্তিক সাবজোন তৈরী করে সেখানে নির্দিষ্ট সংখ্যক জনবল সম্পৃক্ত করে নিয়মিত এডিস মশার প্রজননস্থল ধ্বংস করা এবং জনসচেতনতা তৈরী করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। "দশটায় দশমিনিট প্রতি শনিবার, নিজ নিজ বাসা-বাড়ি করি পরিস্কার" এ শ্লোগান এর মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করা হচ্ছে। মাননীয় মেয়র মহোদয় আরোও বলেন, এডিস মশার প্রজননের জন্য ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজন অনুসারে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে, যার ফলে মানুষের মধ্যে ব্যাপকহারে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া মাননীয় মেয়র বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এবং তাদের আওতাধীন এলাকাসমূহে এডিস মশা নিধনে আরোও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে আহবান জানান।

১.৫ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস বলেন, মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা, নিবিড় তদারকি এবং সঠিক কর্মপরিকল্পনায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় মশক সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এপর্যায়ে তিনি ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রমের একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপনা করেন। তিনি বলেন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসনিক অঞ্চল মোট ১০ টি এবং এই অঞ্চলের প্রতিটিতে ১ জন করে সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, কেন্দ্রীয় দপ্তরে ১ জন করে কীট নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা, প্রতি অঞ্চলে ৬ জন মশক সুপারভাইজার এবং ১৩ জন মশক কর্মী নিয়োজিত করা হয়েছে। প্রতি ওয়ার্ডে মোট জনবল সংখ্যা ১৪ জন অর্থাৎ সর্বমোট ১০৫০ জন জনবল ৭৫ টি ওয়ার্ডে মশক নিধন কার্যক্রম পরিচালনা করে। এছাড়া ২০২২ সালে এডিস ও কিউলেক্স মশা নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৩০০০ লিটার লার্ভিসাইড এবং ৮১৫৮০০ লিটার এ্যাডাল্টিসাইড মজুদ নিশ্চিত করা হয়েছে। তিনি বলেন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে মশক নিধনে বছরব্যাপী সমন্বিত মশক নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা নেয়া হয়েছে যেখানে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণ, জৈব নিয়ন্ত্রণ ও রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ। মশকের উৎপত্তিস্থল ও প্রজনন ধ্বংস করার জন্য নিয়মিত বর্জ্য অপসারণসহ বিভিন্ন নর্দমা, খাল, জলাশয় সংস্কার করা হচ্ছে, জলাশয়ে মশার লার্ভা খায় এমন মাছ, ব্যাঙ ও হাঁস ছাড়া হয়েছে এবং রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ হিসেবে প্রতিদিন সকালে লার্ভিসাইডিং এবং বিকালে এডাল্টিসাইডিং পরিচালনা করা হচ্ছে। মশক নিধনে সচেতনতা বৃদ্ধি ও জনগণকে সম্পৃক্তকরণের জন্য নিয়মিত লিফলেট বিতরণ, মাইকিং করা, মসজিদের ইমামদের মাধ্যমে এ বিষয়ে বার্তা দেয়া, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা এবং স্বেচ্ছাসেবীদের সমন্বয়ে ওয়ার্ডভিত্তিক কমিটি গঠন করা হয়েছে।

তিনি আরোও বলেন, মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ২৪,৭০৯ টি বাড়ি ও স্থাপনা পরিদর্শনপূর্বক ১০১৪ টি স্থানে লার্ভার উপস্থিতি সনাক্ত করা হয়েছে। এর ফলে ৬৯৮ টি মামলা দায়ের করা হয়েছে যার বিপরীতে ৯৮,৯৪,৬০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এছাড়াও বিশেষ কার্যক্রম হিসেবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হতে ডেঙ্গু রোগীর ঠিকানা সংগ্রহ করে ঐ সমস্ত রোগীর বাড়িতে প্রতিদিন বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। মাননীয় মেয়র আরোও বলেন, মশক নিয়ন্ত্রণে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা-২০২২ গ্রহণ করা হয়েছে, যেখানে বছরব্যাপী প্রতিদিন প্রতি ওয়ার্ডে ০৭ জন কর্মী দিয়ে লার্ভিসাইডিং এবং ০৬ জন কর্মী দিয়ে এ্যাডাল্টিসাইডিং করা হবে। এক্ষেত্রে আষাঢ় থেকে আশ্বিন (০৪ মাস) ম্যালাথিয়ন এবং বাকি ০৮ মাস ডেল্টামেথরিন ব্যবহার করা হবে এবং সারা বছর টেমিফস লার্ভাসাইড হিসেবে ব্যবহার করা হবে। মাননীয় মেয়র বলেন, রাজধানীতে যেসকল জায়গায় ছাদবাগান রয়েছে সেগুলো নিয়মিত পরিস্কার করা হচ্ছে না ফলে সেখানে টবের পানিতে লার্ভা জন্মাচ্ছে। এ ব্যাপারে তিনি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে নির্দেশনা দেয়ার জন্য এবং ডেঙ্গু মৌসুমে এডিস মশার প্রজননের জন্য দায়ী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখার জন্য বেশি সংখ্যক ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের অনুরোধ জানান। তিনি ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন সরকারি আবাসন নিয়মিত পারস্কার পরিচ্ছন্নতাকরণ এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক সনাক্তকৃত রোগীর বাসস্থানের সঠিক ঠিকানা সরবরাহের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

১.৬ মেয়র, চট্রগ্রাম সিটি কর্পোরেশন তার বক্তব্যে বলেন যে, ২০২১ সালে চট্রগ্রাম মহানগরীতে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ৫ জন ডেঙ্গু রোগী মারা যায় এবং ২০২২ সালে এ পর্যন্ত ৬ জন ডেঙ্গু রোগী পাওয়া যায়। তিনি বলেন, চট্রগ্রাম মহানগরীতে চলমান খাল খনন প্রকল্প এবং জলাবদ্ধতার কারণে বর্তমানে এডিস মশার উপদ্রব বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে ডেঙ্গু নিধনে পর্যাপ্ত পরিমাণ কীটনাশকের মজুদ রয়েছে তার মধ্যে ১৬০০ লিটার এডাল্টিসাইড, ৭৫০ লিটার লার্ভিসাইড মজুদ রয়েছে। এছাড়া স্বাস্থ্য বিভাগ কর্তৃক ডেঙ্গু রোগীর তথ্য সংগ্রহ করে রোগীর বাসস্থান চিহ্নিতপূর্বক সেসকল স্থানে বিশেষ সিটি কর্পোরেশন হতে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। তিনি আরোও বলেন, ডেঙ্গু নিরসনকল্পে চট্রগ্রাম মহানগরীকে ৬ টি জোনে ভাগ করা হয়েছে যেখানে ১৫০০ স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা হয়েছে যারা প্রতিনিয়ত তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

১.৭ মেয়র, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন সভাকে জানান, এডিস মশা নিধনে সকল কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তিনি বলেন, যেসকল খাল পরিত্যক্ত রয়েছে সেগুলো সঠিক উপায়ে খনন করলে এবং জলাবদ্ধতা দূর করলে ডেঙ্গু নিরসনে অনেকটাই সফলতা পাওয়া যাবে। তিনি জানান, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে এডিস মশা নিধনে প্রত্যেক ওয়ার্ডে ৫ জন মশককর্মী সারাক্ষণ কাজ করে থাকেন। এছাড়া মশকের প্রজননস্থল ধ্বংস করার জন্য যেসকল স্থানে লার্ভা জমায় সেখানে Mosquito oil দেয়া হয়।

১.৮ মেয়র, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন সভাকে অবহিত করেন, মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ৫৭টি ওয়ার্ডে কাউন্সিলরগণ তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। মশক নিধন কার্যক্রমের নিমিত্তে এখানে ১২৫ টি ফগার মেশিন, ১৪০ টি হ্যান্ড মেশিন এবং ২ টি মিনি ট্রাক রয়েছে, যার ফলে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনে প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে নিয়মিত কীটনাশক প্রয়োগ করা হয়।

১.৯ অতিরিক্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ সভাকে জানান, গতবছর থেকেই ডেঙ্গু রোগীদের চিকিৎসার জন্য কিছু হাসপাতাল কে ডেঙ্গু ডেডিকেটেড করা হয়েছে। ডেঙ্গু ডেডিকেটেড হাসপাতাল সমূহের তথ্য জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রচার করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তিনি আরোও বলেন, হাসপাতালসমূহে ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হওয়া মাত্রই সে তথ্য সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনকে জানানো হচ্ছে।

১.১০ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সভাকে জানান, মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী সকল কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে এডিস মশার মৌসুম জরীপ করা হয় এবং ইতোমধ্যে পোস্ট মৌসুমের জরিপ কাজ শেষ হয়েছে। জরীপে প্রাপ্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের সাথে শেয়ার করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ওতপ্রতোভাবে সিটি কর্পোরেশনের সাথে সমন্বয় রেখে তাদের কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধিগণ এডিস মশা নিধনে সিটি কর্পোরেশন হতে আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, চিরুণী অভিযানে অংশগ্রহণ করছে যার ফলে এডিস মশা নিধনে কার্যকর ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে।

১.১১ যুগ্মসচিব, বাংলাদেশ রেলওয়ে বলেন, এডিস মশা নিধনে একটি মেডিকেল টীম গঠন করা হয়েছে যাদের মাধ্যমে রেলের আবাসনে ফগার মেশিনের মাধ্যমে প্রত্যেক সপ্তাহের ৬ দিন মশার ঔষুধ, ২ দিন লার্ভিসাইড এবং ২ দিন ব্লিচিংপাউডার দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী সকল কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করে পরিচ্ছন্নতা অভিযান চলমান রয়েছে মর্মে, তিনি সভাকে অবহিত করেন।

১.১২ সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সভাকে অবহিত করেন যে তাদের আওতাধীন সকল দপ্তর, আবাসনের ঝোপঝাড়, ড্রেন ইত্যাদি পরিষ্কার করা হয়েছে। সরকারি আবাসনসমূহে জোনভিত্তিক ০৮টি টীম ডেঙ্গু পরিবীক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কাজ করছে। ফগার স্প্রে ব্যবহার করা হচ্ছে, নির্মানাধীন সাইটে ঔষধ ছিটানো হচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রে কেরোসিন ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া সরকারী আবাসনসমূহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি আরোও বলেন, এ ব্যাপারে তাদের সকল কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং পরবর্তীতে তারা সিটি কর্পোরেশনের সাথে সমন্বয় করে অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

১.১৩ বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মো: মিজানুর রহমান বলেন যে, বিগত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার প্রদত্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নে কার্যক্রম চলমান আছে। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর সহযোগিতা নিয়ে তারা একটি মনিটরিং কমিটির মাধ্যমে মশক নিধন কার্যক্রম পরিচালনা করেন। বেসরকারি বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ এবং আওতাভূক্ত আবাসিক এলাকাসহ তাদের অধিক্ষেত্রে নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা অভিযান এবং মশক নিধন কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

১.১৪ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সমন্বয়ক জনাব জুয়েনা আজিজ বলেন, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী'র নেতৃত্বে সকল সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নিবিড় ও সময়োপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করার ফলে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে সফলতা অর্জন সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর আওতাধীন এলাকাসমূহ যেখানে এডিস মশার প্রাদুর্ভাব বেশি সেখানে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সহযোগীতায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে মশক নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগ নিতে হবে এবং এসকল এলাকাগুলো সর্বদা মনিটরিং করতে হবে। তিনি আরোও বলেন, সরকারি আবাসনসমূহ সর্বদা পরিষ্কার পারচ্ছন্ন রাখতে হবে। সর্বোপরি মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে সিটি কর্পোরেশন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও দপ্তরগুলোকে তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।

১.১৫ মাননীয় মন্ত্রী ও সভার সভাপতি তাঁর সমাপনী বক্তব্যে বলেন, গত ৩ বছর সিটি কর্পোরেশন ও অন্যান্য বিভাগ কর্তৃক সমন্বিত কার্যক্রম ও সঠিক কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে ডেঙ্গু মোকাবিলায় সফলতা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। এ কারণে তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষ করে সিটি কর্পোরেশনের মেয়রদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। মাননীয় মন্ত্রী বলেন, পরবর্তী সময়ে যেন এ রোগের বিস্তার লাভ না করতে পারে, সেজন্য সিটি কর্পোরেশনসমূহের আগাম প্রস্তুতি এবং বছরব্যাপী কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। তিনি সিটি কর্পোরেশনসমূহকে তাদের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যকর কীটনাশক প্রয়োগের ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া যেসকল ছাদবাগান অপরিস্কার রয়েছে সেখানে ফুলের টবে পানিতে লার্ভা দমন প্রতিরোধে নিয়মিত কেরোসিন দেওয়ার জন্য প্রচারণার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করতে হবে। এছাড়া এডিস মশার প্রজননের জন্য দায়ী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান করেন। সর্বোপরি এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সাথে কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।

**২. সভার সিদ্ধান্ত:**

সভায় সকলের বক্তব্য পর্যালোচনা করে সভাপতি নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ প্রদান করেন:

| ক্র: | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ |
|---|---|---|
| ০১ | ডেঙ্গুসহ অন্যান্য মশাবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণে সিটি কর্পোরেশনসমূহ সারা বছরের সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতপূর্বক ৩১ মার্চ ২০২২ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। | সকল সিটি কর্পোরেশন |

| | | |
|---|---|---|
| ০২ | মশক নিধনে ব্যবহৃত কার্যকর কীটনাশক এবং যন্ত্রপাতির পর্যাপ্ত মজুদ নিশ্চিত করতে হবে। রুটিনমাফিক ফগিং, এডাল্টিসাইড ও লার্ভিসাইড স্প্রে করতে হবে। এক্ষেত্রে দক্ষ জনবল নিয়োজিতকরণ নিশ্চিত করতে হবে। | সকল সিটি কর্পোরেশন |
| ০৩ | জনসচেতনতা তৈরীর লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশনের প্রতিটি ওয়ার্ডকে ১০ (দশ) টি সাবজোনে বিভক্ত করে সকল শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধি, স্বেচ্ছাসেবক এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে সম্পৃক্ত করে ওয়ার্ড কাউন্সিলরের নেতৃত্বে কমিটি গঠন করতে হবে। গঠিত কমিটির তালিকা স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। গণমাধ্যমে TVC প্রচারসহ অন্যান্য প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে। | ১। স্থানীয় সরকার বিভাগ।<br>২।সকল সিটি কর্পোরেশন। |
| ০৪ | স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রি-মৌসুম এবং প্রাক্-মৌসুম সার্ভে পরিচালনা করতে হবে এবং প্রাপ্ত তথ্য সিটি কর্পোরেশসমূহের সাথে সমন্বয় করতে হবে। | ১। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।<br>২। সকল সিটি কর্পোরেশন। |
| ০৫ | ডেঙ্গু রোগীদের জন্য ডেডিকেটেড হাসপাতাল নির্ধারণপূর্বক তা জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক প্রচার করতে হবে। ডেঙ্গু সনাক্ত রোগীদের বাসস্থানের সঠিক তথ্য সিটি কর্পোরেশনসমূহকে সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। | ১। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ<br>২। সকল সিটি কর্পোরেশন |
| ০৬ | গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্তাসমূহ এবং অন্যন্য বেসরকারি দপ্তরের আবাসন ও অন্যান্য স্থাপনায় নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে। নিয়মিত কার্যকর কীটনাশক স্প্রে করতে হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা প্রয়োজনে সিটি কর্পোরেশনসমূহের সহযোগীতা গ্রহণ করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমুলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। | ১। সকল সিটি কর্পোরেশন<br>২। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর<br>৩। বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়।<br>৪। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়।<br>৫। বাংলাদেশ রেলওয়ে।<br>৬। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা।<br>৭। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়। |
| ০৭ | রাজধানীতে যেসকল ছাদবাগান অপরিস্কার রয়েছে সেখানে ফুলের টবের পানিতে লার্ভা দমন প্রতিরোধে নিয়মিত কেরোসিন দেওয়ার জন্য প্রচারণার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করতে হবে। | সকল সিটি কর্পোরেশন |
| ০৮ | রাজধানীতে মেট্রোরেল প্রকল্পসহ চলমান অন্যান্য এলাকা যেন এডিস মশার প্রজনন কেন্দ্রে পরিনত না হয় এ বিষয়ে স্ব স্ব কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। | ১। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।<br>২। সকল সিটি কর্পোরেশন |
| ০৯ | (ক) বাসা-বাড়িতে লার্ভা জন্মানোর উপযোগী স্থানে বাসিন্দাগণ কর্তৃক স্ব উদ্যোগে কীটনাশক প্রয়োগ করার মাধ্যমে মশক নিধনে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে;<br>(খ) অতিরিক্ত মাত্রায় কীটনাশক প্রয়োগ জনগণ ও পরিবেশের জন্য যাতে ক্ষতিকর না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। | ১। স্থানীয় সরকার বিভাগ,<br>২। কৃষি মন্ত্রণালয়,<br>৩। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর |
| ১০ | ইচ্ছাকৃতভাবে এডিস মশার প্রজননের জন্য দায়ী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। সিটি কর্পোরেশনসমূহের অধিযাচন মোতাবেক ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় পর্যাপ্তসংখ্যক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোতায়েন করবে। | সকল সিটি কর্পোরেশন। |

৩. সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৭/০৭/২০২২

মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি
মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্মারক নং: ৪৬.০০.০০০০.০৭০.১০৭.০৫.০০১.২১-১১০ (১/১০০)

তারিখ: ১০ চৈত্র ১৪২৮ / ২৪ মার্চ ২০২২

**অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):**

১. মাননীয় মেয়র, সিটি কর্পোরেশন (সকল)।
২. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা (সদয় জ্ঞাতার্থে)
৪. সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা।
৫. সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৮. সিনিয়র সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. সিনিয়র সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১১. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২. সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৩. সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৪. সিনিয়র সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫. সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, শেরে এ বাংলা নগর, ঢাকা।
১৬. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭. সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৮. সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৯. সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২০. সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২১. সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২২. সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা
২৩. সচিব, সেতু বিভাগ, মহাখালী, ঢাকা।
২৪. সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৫. সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
২৬. সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৭. সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিবহন পুল ভবন, সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।
২৮. সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৯. সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩০. সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩১. সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩২. সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৩৩. সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৪. সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা।
৩৫. সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৬. সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৭. সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৮. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৩৯. সচিব, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪০. সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ইস্কাটন, ঢাকা।
৪১. সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪২. সচিব, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪৩. সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪৪. সচিব, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪৫. সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৪৬. সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৭. সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৮. সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৯. সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫০. সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫১. সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫২. সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৩. সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৪. সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, ঢাকা।
৫৫. সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৬. সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৭. অতিরিক্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৮. অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন/ প্রশাসন/ পানি সরবরাহ/ উন্নয়ন), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৯. বিভাগীয় কমিশনার, ..... বিভাগ (সকল)।
৬০. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ..... সিটি কর্পোরেশন (সকল)।
৬১. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা, চট্টগ্রাম ওয়াসা, রাজশাহী ওয়াসা/ খুলনা ওয়াসা।
৬২. চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ / চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/ রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/ খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/ কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।
৬৩. অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন-১), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬৪. প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৬৫. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
৬৬. প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরনি, কাকরাইল, ঢাকা।
৬৭. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৬৮. মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, কাওরানবাজার, ঢাকা।
৬৯. মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৭০. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
৭১. মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি, ঢাকা।
৭২. মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৭৩. মহাপরিচালক, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট, আগারগাঁও, ঢাকা।
৭৪. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি ভবন, গ্রীন রোড, ঢাকা।
৭৫. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
৭৬. রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, সরকারি পরিবহন পুল ভবন, সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।
৭৭. প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা/ জ্যেষ্ঠ স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ..... সিটি কর্পোরেশন (সকল)
৭৮. চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ..... (সকল)।
৭৯. মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮০. জেলা প্রশাসক, ..... জেলা (সকল)।
৮১. ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।
৮২. উপসচিব (সিটি কর্পোরেশন-১/২/ জেলা পরিষদ/ পৌর-১/ পৌর-২), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮৩. পরিচালক, স্থানীয় সরকার, ..... বিভাগ (সকল)।
৮৪. চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ .....(সকল)।
৮৫. মেয়র, ..... পৌরসভা (সকল)
৮৬. সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২৪.০০.২০২২

শাফিয়া আক্তার শিমু
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৪৫৭৯৫
ই-মেইল: urbandevelopment2@lgd.gov.bd